দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

ঢাকা: শনিবার, ১২ই ভাদ্র, ১৩৯৪

29 AUG 1987

005

ঝরেপড়া শিক্ষার্থী এবং নিরক্ষরতা

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে সংবাদ-এ এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আসলে সারাদেশেই বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার বিপুল হার (ড্রপ আউট রেট) অব্যাহত রয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ-অর্থনীবিদ এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ডঃ মোজাফফর আহমদের এক নিবন্ধ থেকে দেখা যায় এদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম লেখানোর হার ৫০% ভাগ হলেও স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ২২-২৩ ভাগ। অর্থাৎ যারা স্কুলে নাম লেখার শুরুতেই তাদের অর্ধেক ঝরে যায়।

একে তো স্কুল বয়সী শতকরা ৫০ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলেই ভর্তি হল না। তার ওপর যারা ভর্তি হয় শুরুতেই তাদের মধ্যেও শতকরা ৫০ ভাগ ঝরে পড়ায় একদিকে সাক্ষরতার হার বলতে গেলে বাড়ছেই না, অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষর মানুষের মোট সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

সরকারী পরিসংখ্যানেই দেখা যায় ১৯৬১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল যেখানে শতকারা ১৭ ভাগ সেখানে ১৯৮১ সালে তা বেড়ে হয় ১৯,৭% ভাগ। এই হিসেবে ২০ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে শতকরা মাত্র ২ দশমিক,৭ ভাগ। এখন অবশ্য দেশে সাক্ষরতার হারকে ২৭ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু '৮১ সালের পরে যেহেতু আদমশুমারি বা শিক্ষা-শুমারি হয়নি এবং স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তেমন বেড়েছে বলে দেখা যাচ্ছে না কাজেই এব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

সরকার '২000 সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা' সংক্রান্ত যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন সাক্ষরতা বৃদ্ধির বর্তমান হার বাড়ানো না গেলে তা অর্জিত হবে বলে ভরসা হয় না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে সাক্ষরতার হার বাড়েনি বলে ১২ বছরে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২ কোটি এবং গত ৩৫ বছরে প্রায় পৌনে ৪ কোটি। এমন কি 'স্থিতিশীলতা' এবং 'সর্বক্ষেত্রে উন্নতির' দাবীদার এই সরকারের আমলেও নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় এক কোটি ১৩ লাখ।

শিক্ষা-সাক্ষরতা শুধু মানুষের মৌলিক অধিকার নয়, বরং শিক্ষা হল জাতির মেরুদণ্ড। উচ্চশিক্ষার কথা বাদই দেয়া গেলো। যেখানে দেশের ৭৫ ভাগেরও বেশী লোক উচ্চশিক্ষা তো দূরের কথা সাক্ষরতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত সেখানে জাতির মেরুদণ্ড আর শক্ত হয় কি করে?

দেশে সাক্ষরতার হার কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে না বাড়া এবং ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্র্য। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত এদেশে অধিকাংশ মানুষ তাদের পুত্র সন্তানকে ছোটবেলায় স্কুলে না পাঠিয়ে সংসারে উপার্জনে সহায়তা করার জন্য পাঠিয়ে দেয় মাঠে, ক্ষেত-খামারে। এমনকি তারা তাকে রোজগারের সহায়ক হিসেবে মনে করে। যারা তাদের সন্তানের যদিওবা স্কুলে নাম লেখায় তাদেরও অধিকাংশ লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহে অক্ষম হয়ে কিংবা রোজগারের সহায়তা করার জন্য তাদেরকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেয়। অপরদিকে অনেক অভিভাবক কন্যা-সন্তানকে দায় মনে করে লেখাপড়া করানোর পরিবর্তে তাকে স্বামীর ঘরে বিদায় করে। কাজেই সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা না গেলে দেশে শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার তেমন বাড়বেনা এবং ঝরে পড়ার প্রক্রিয়া ঠেকানো যাবে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন হলেও শিক্ষা যে একটি বিনিয়োগ, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই বিনিয়োগ যদি লাভজনক না হয় তাহলে কেউ তাতে আগ্রহী হয় না। আগে যেখানে মেট্রিক পাস করা ব্যক্তির চাকরির অভাব হতো না, সেখানে এখন এম,এ পাস করেও অনেকে চাকরি পাচ্ছে না। ফলে যাদের সামর্থ্য আছে এস,এস,সি পর্যন্ত পড়ার পর তাদের মধ্যেও অনেকে হাল-হকিকত দেখে মাঝখানে পড়া ছেড়ে অন্য কাজ ধরছে।

দেশে উচ্চশিক্ষার হার যথেষ্ট এ কথা কেউ বলবেন না। উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই বাড়াতে হবে; কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার ওপরও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া উচিত। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, এখন জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী উঠলেও প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধির ব্যাপারে আগের মত জোরালো দাবী শোনা যায় না। কয়েক বছর আগেও সার্বজনীন অবৈতনিক ও পাঠ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী উচ্চারিত হলেও এখন এ ব্যাপারে টু শব্দটিও শোনা যায় না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো রাজনৈতিক দলগুলো পর্যন্ত এখন এ প্রশ্নে নীরব-নিশ্চুপ। অথচ খোদ ইউনেস্কোর মূল্যায়ন হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং দৃঢ় সংকল্প ছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ অসম্ভব।

শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার কতটুকু, বাজেটে শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দে তা কিছুটা প্রতিফলিত হয়। জাতিসংঘ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষখাতে শতকরা ১০ ভাগ অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করলেও আমাদের দেশে বরাদ্দ শতকরা মাত্র ৩।৪ ভাগ। তার চেয়েও আপত্তির কথা, যে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ করা হয় তাও এ খাতে খরচ হয় না। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথমে শিক্ষা ও ধর্ম সংক্রান্ত খাতে ৪ দশমিক ৪ ভাগ অর্থ বরাদ্দ করা হলেও বাস্তবে ব্যয় করা হয় ৩ দশমিক ৭ ভাগ যার একটা বড় অংশ চলে যায় ধর্মীয় শিক্ষার পেছনে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে চিত্রটা আরো করুণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ...
কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও ব্যয় করা হয় মাত্র ...
যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগের ওপর ...
শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত ...
অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে ...
ছাত্র-ছাত্রীদের ...